দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR. 1 0 2001 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এবং জাতির স্বপ্নের বাস্তবায়ন

পরীক্ষায় নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতির জন্য সবচেয়ে বড় কলংক। নকল প্রবণতা এখন যেন বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে নদীর তরঙ্গাকারে। পরীক্ষায় নকল করার জন্য সমাজের অনেকেই অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকেন শিক্ষার্থীদের।

আজকাল হাতেগোনা যে কয়জন ভাল ছাত্র আছে, তারাও অন্য নকল ধান্দাবাজ শিক্ষার্থীর পাল্লায় পড়ে নকলে মনোযোগী হচ্ছে। ফলে দিন দিন তাদের মেধার বিকাশ বিলুপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া পরীক্ষায় নকল করতে যদি অভিভাবকরা উৎসাহিত করেন তার বখাটে সন্তানকে পাস করানোর জন্য, শিক্ষক ও অধ্যক্ষ সাহেবরা যদি নকল করতে উৎসাহিত করেন বেশী বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার আশায়, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যদি নকল করতে উৎসাহিত করেন তাদের দুর্নীতির প্রতিবাদ না করার জন্য, তাহলে গভর্নিং বডি ও ছাত্র নেতাদেরই বা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের আশায় নকল করতে দ্বিধা থাকবে কেন। তাই ছাত্ররা এখন লেখাপড়ার পরিবর্তে ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন পার্টির কাজে, টেন্ডার দখলে, রাজনীতিতে, মস্তানিতে, চাঁদা সংগ্রহে ও নিরীহ সুশ্রী ছাত্রীদের উত্যক্ত করতে। যাদের হাতে থাকার কথা বই, কলম, খাতাপত্র অর্থাৎ শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের হাতে এসবের পরিবর্তে থাকে অস্ত্র, মদের ও ফেনসিডিলের বোতল, গাঁজা, হেরোইনের প্যাকেট ইত্যাদি। বিশেষ করে ছাত্ররা যেদিন দেখল সন্ত্রাসী ও মস্তানি করে ছাত্র অবস্থায় মন্ত্রীত্ব পাওয়া যায়, সংসদ সদস্য হওয়া যায়, সেদিন হতে ছাত্ররা উৎসাহিত হল ছাত্র রাজনীতিতে, মস্তানিতে। এসবের পরেও সমাজের অনেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিন্তু পরীক্ষায় নকল করা ও অপরকে নকলে উৎসাহিত করা জঘন্যতম অপরাধ তা শিক্ষার্থীদের বুঝাতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সকল প্রকার পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কমপক্ষে পর পর ৩/৪টি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হলে ছাত্ররা লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে এবং পাসের হারও হবে সন্তোষজনক। শিক্ষকদের জীবনে যাতে কোন প্রকার কলংকের ছাপ না পড়ে সেভাবে তাদেরকে শিক্ষকতা করতে হবে। নকল প্রতিরোধে সবাইকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হেব। তবেই তো আমরা ফিরে পাব একটি স্বপ্নময় সুন্দর জাতি, সুন্দর একটি ভবিষ্যতের পথ। যে পথে থাকবে না কোন সন্ত্রাসী, বর্বর রাজনীতি, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা, সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ। সে পথে থাকবে শুধু বই, কলম হাতে ছাত্র-ছাত্রীর পথ চলা, জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর পরিকল্পনা, জাতিকে উন্নতির শীর্ষে পৌছানোর পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা কি আমাদের এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারি না, পারি না নকল প্রবণতা দূর করতে। সেজন্য আমরা যারা ছাত্র ও শিক্ষক আছি তাদেরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

□ মোঃ ইয়াকুব হোসেন সোহেল